দৈনিক বাংলা

014

তারিখ 16 FEB 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

সহশিক্ষা নিয়ে কিছু কিছু ভাবনা

মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ভুঞা

মহিলা-মহল-এ প্রকাশিত সালমা শহীদ রচিত 'সহশিক্ষা নিয়ে কিছু কিছু ভাবনা—নিবন্ধটির ওপরে আমরা আলোচনা আহবান করেছিলাম। মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ভুইয়া এ প্রসঙ্গে তাঁর মতামতের ওপরে ভিত্তি করে লিখে পাঠিয়েছেন। এ সংখ্যায় তা প্রকাশ করা হলো।

—সম্পাদিকা

গত ৪ঠা মাঘ ১৩৯৪ বাংলা তারিখে প্রকাশিত সালমা শহীদ চৌধুরীর 'সহশিক্ষা নিয়ে কিছু কিছু ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। সহশিক্ষার মত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ভাববার জন্যে তাকে সাধুবাদ জানাই। তবে লেখিকার কিছু কিছু কথার সাথে আমি পুরোপুরি একমত হতে পারিনি। তাছাড়া তার দু'একটি বক্তব্য আমার কাছে অপূর্ণাঙ্গ বলেও মনে হয়েছে।

লেখিকা বলেছেন যে ছেলে-মেয়েদের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অধপতনের জন্যে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্রীড়া-সংস্কৃতির অভাব ইত্যাদিই দায়ী। এ জন্যে সহশিক্ষা কোন বাধা নয়। সহশিক্ষা বাধা কি বাধা না—এ বিতর্কে আমি যেতে চাই না। তবে এখানে ক্রীড়া সংস্কৃতির অভাব কথাটি ব্যাখ্যার দাবীদার। আমাদের নিজস্ব দেশজ ক্রীড়া-সংস্কৃতি-কৃষ্টি সব কিছুই রয়েছে। অথচ তারপরও আমরা অনেকেই নির্লজ্জের মত দেশীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে বিদেশী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করে চলেছি। বিজাতীয় সংস্কৃতির অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ আমাদের তরুণ সমাজের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সর্বোপরি দেশে আজ সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, যা কিনা যেকোন বিবেকবান হৃদয়কে আতংকিত না করে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, অশ্লীল প্রদর্শনী, মদ, জুয়া হাউজি, নগ্নযাত্রা, ভিসিআর ড্রাগ, পর্ণ ম্যাগাজিন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

লেখিকা তার প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন,........'বরঞ্চ যারা মেয়েদের দেখে দূরে থাকে অর্থাৎ রক্ষণশীল বা গ্রামের ছেলেরা যখন সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়, তখনই তারা সহপাঠী-দের প্রেমে পড়েন বা অনেক অঘটন ঘটান। লেখিকার এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত হতে পারছি না। কেননা আমার জানা মতে, গ্রাম থেকে বা রক্ষণশীল পরিবার থেকে আগত ছেলেরা যখন সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়, তখন তারা অঘটন ঘটানো দূরে থাকুক, মেয়েদের সাথে কথা বলতেও অনেকটা সংকোচ বোধ করে। এটা বাস্তব সত্য।

লেখিকার মতে, সহশিক্ষা স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্ষতি-জনক। আমার মতে ক্ষতিজনক হলে সেটা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হতে পারে। কারণ তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও অনেক সময় বড় রকমের অন্যায়-অপকর্ম করে বসেন। যেন অনেকটা জেনেশুনেই বিষপান করার মত অবস্থা। পাশাপাশি স্কুলের ছেলেমেয়েরা আবেগ বা কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হলেও বাস্তবে তাদের সেসব আবেগ-কল্পনার কোন মূল্যায়ন হয় না। তাছাড়া থাকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের শাস্তির ভয়। সুতরাং সহশিক্ষা অন্য কোন পর্যায়ে যাই হোক, অন্তত জুনিয়র স্কুল পর্যায় পর্যন্ত তেমন কোন সমস্যা নয়।

এ যুগে মেয়েরা চাঁদে যাচ্ছে। বিজ্ঞানে বড় বড় অবদান রাখছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েরা আজ এগিয়ে চলেছে। এগুলো অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের মেয়েরা ধীরে ধীরে সমস্ত ক্রিয়া-কর্মে পুরুষের পাশাপাশি দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে আসুক এটা সবারই ঐকান্তিক কামনা হওয়া উচিত। ইসলামের ইতিহাসেও দেখা যায়, বিশ্বনবীর পত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) স্বয়ং যুদ্ধে পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন। সুতরাং মেয়েদের পিছু হটবার কোন কারণ নেই। তারা এগিয়ে এসে নিজেদের স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাশীল হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি।

তবে এদিকেও কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে যে মেয়েরা যেন তাদের মেয়েত্বকে কোন অবস্থা-তেই বিসর্জন না দিয়ে বসেন। মেয়েরা সৌন্দর্যের প্রতীক। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর কবি-শিল্পীরা নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং নারী যেন কখনো পণ্যে পরিণত না হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের অনেক মেয়ে পুরুষদের সাথে এমন খোলাখুলিভাবে এবং এমন অশালীন ভঙ্গিমায় আচরণ করেন—যা অত্যন্ত আপত্তি-কর। এতে নারীর শাশ্বত নারী-ত্বের অবমাননা হয়। এটি কখনো কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। অনেক মেয়েকে দেখা যায়, এমন উদ্ভট পোশাক পরে বাইরে বেরোন—যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও ক্ষতিকরও বটে। ক্ষতিকর হওয়ার পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও রয়েছে।

আমরা জানি, নারীর দেহ অম্লীয় ও চুম্বকধর্মী এবং পুরুষের দেহক্ষারীয় ও বিদ্যুতধর্মী। অম্লের সহিত ক্ষারের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা টান রয়েছে। এ আকর্ষণ এত তীব্র ও সূক্ষ্ম যে তা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'এফিনিটি'। এটা ধ্রুব সত্য যে ক্ষারধর্মী দেহ ও অম্লধর্মী দেহের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক আকর্ষণ আছে। ক্ষারের আর একটি স্বভাব বা গুণ হলো যে এটা অম্লের সংস্পর্শে এলে অম্লের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়, যাকে রসায়নশাস্ত্রে 'নিরপেক্ষীকরণ' বা 'নিউট্রিলাইজেশন' বলে। সে জন্যেই উদ্ভট পোশাক ও ভঙ্গিমা প্রদর্শনকারী নারী-দেহের ওপর বিভিন্ন পুরুষের ক্ষারধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মী দেহের প্রতিফলন ঘন ঘন ও কামভাব উৎপাদক হতে থাকলে নারীদেহের অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে নারীত্ব লোপ পেয়ে পুরুষস্বভাব বিশিষ্ট

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

সহশিক্ষা

(৬-এর পৃঃ পর)

হয়। এ জন্যেই বিভিন্ন ধর্মে মেয়েদের পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে তাই আবারো বলছি, আমাদের মেয়েদেরকে অবশ্যই সুস্থ মানসিকতা ও উন্নত-মার্জিত রুচিসম্পন্না হতে হবে এবং সাথে সাথে ছেলেদেরও মেয়েদের প্রতি তাদের বদ্ধমূল হীন মানসিকতা পাল্টাতে হবে। আর এমনি ভাবে সমস্ত ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হলে 'সহশিক্ষা' নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটতে পারে।